নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

সত্যবান্	... ...	অবন্তি-রাজপুত্র।
যোগব্রত	... ...	সত্যবানের সহচর।
নারদ	... ...	দেবর্ষি।
মহাকাল	... ...	পরিণাম বিচারক।

কাল-দূতদ্বয়, ইত্যাদি।

সাবিত্রী	... ...	অশ্বপাল-রাজকন্যা।
সুরবালা বনলতা মহাশ্বেতা	...	সখীত্রয়।
পূর্ণকেশী মিশ্রকেশী	...	অপ্সরোদ্বয়।

প্রকৃতি দেবী, অপ্সরোগণ।

প্রস্তাবনা।

[মৃদুবাদ্যের সহিত পট উত্তোলন।]

(গিরিশিখর)
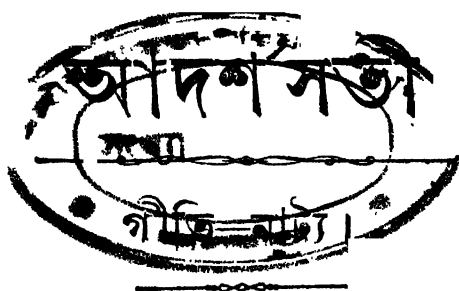
শিখরে প্রকৃতি উপবিষ্টা ও দুই পার্শ্বে অপ্সরোদ্বয় দণ্ডায়মান।

উভয়ের গীত।

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

মরি কিবা শোভা কাননে।
সেজেছেন প্রকৃতি সতী চারু ভূষণে॥
মধুর মধুমাসে, কানন হাসে ; মধু আশে,
ভাসে সুখে মধুপগণে॥
মোহন মনোহর নয়নে হেরে,
নাচে নয়ন মন আমোদ ভরে,
গাইব ভাসিয়ে সুখে সুখ-সরে—
সাবিত্রী সতী রতনে॥

পটক্ষেপণ।

প্রথমাঙ্ক

(তপোবন—লতাচ্ছন্ন বেদিকোপরি সত্যবান্ আসীন।)

চিত্রাগৌরী—আড়াঠেকা।

কোথা হে তরুণ তপন ।
কাঁদাইয়ে কমলিনী করিছ গমন ॥
কুসুমিত উপবনে,
বিষাদিত বদনে,
ভানু-প্রিয়ে করিছে রোদন ॥
সহাস তাপস সুতা,
করে ধরি বন-লতা,
যামিনীরে করে আবাহন ॥

সত্য। চঞ্চল মন কিছুতেই স্থির হয় না। ওঃ—প্রাসাদের স্ফটিক ভিত্তিতে চরণস্পর্শ কোত্তেও যাঁর কষ্ট বোধ হ'ত, আজ কি না তিনি কণ্টকময় পথে বিচরণ কোচ্চেন? সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যা আজ কিনা মৃগচর্ম্মে পরিণত হ'য়েছে। আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা একে সামর্থ্য-হীন, তাতে আবার ঈশ্বরের লিপিকৌশলে অন্ধ!! অভাগা সত্যবান্ একদিনের তরেও পিতা মাতার অমিয় বচন শুন্‌তে পেলে না, পাবেও না সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয়। ধন্য বিধাতা! দরিদ্রকে ধনবান্, আর ধনবান্‌কে দরিদ্র

ক্ষমা কেবল তোমারি সাধ্যায়ত্ত। দেব! দরিদ্র ত কোরেছ, তবু কেন কষ্ট দাও? ক্ষণেকের তরে দরিদ্র হৃদয়ে শান্তি দান কর—মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধ পিতা মাতার চরণ সেবা কর্ত্তে দাও। (চিন্তা)

(সাবিত্রীকে বেষ্টন করিয়া সখীদের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

খাম্বাজ—খ্যামটা।

ও সখি! হের সুখে সুখেরি উপবন।
নাচিছে সরসী বারি,
দুলিছে কমলবন—
হাসিছে মধুপ, হরি
কমল কোমল মন।

সুর। সখি! কেমন কমল বন দেখেছ?

বন। আবার কেমন পাদপশ্রেণী দেখেছ?

মহা। আহা! তপোবন যথার্থই যোগি-হৃদয়ের শান্তি-দায়ক।

সাবি। মহাশ্বেতে! তপোবন শুদ্ধ যোগি-হৃদয়ের শান্তিদায়ক নয়—সকল মনুষ্যেরই চিন্তাপহারক।

সুর। তা হবে না কেন? এখানে চিরবসন্ত বিরাজমান।

হেলিয়ে দুলিয়ে, ঢলিয়ে ঢলিয়ে,
অধরে মধুর হাসিটি মাখিয়ে,
যখন যেখানে যান মকর-কেতন
নয় কি লো সেই সখি! সুখ-নিকেতন?

সাবি। শুদ্ধ সে জন্য নয়, তপোবন শান্তিপূর্ণ।

মহা। আহা! কেমন লতাকুঞ্জ দেখেছ। সখি! দেখ, মাধবীলতায় কুঞ্জটি আচ্ছন্ন কোরে রেখেছে।

সাবি। স্বভাবের সকলই রমণীয়! কেমন ফুলগুলি থরে থরে ফুটে রোয়েছে; হঠাৎ দেখ্‌লে কৃত্রিম বোধ হয়।

সুর। কেমন মধুর বাতাস আস্‌চে।

বন। আমাদের সখীর কাছে পবন বাঁধা।

পবন প্রেমিক-প্রাণ প্রমোদে মাতায় লো।
হাসায় কাঁদায় কভু আশায় নাচায় লো।

মহা। সখি! ও দিকে একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছ?

সুর। তাই ত চক্ষু যে আর ফেরে না।

সুটানা নয়নে ধনি! অত চাওয়া চেয়ো না।
দুঃখীর সুখের মাথা একেবারে খেয়ো না।

বন। তপোবনে কত রমণীয় বস্তু থাকে!

সাবি। বেহাগ-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

অপরূপ হের সই নয়নে।
আবরি মোহন রূপ লতা বিতানে॥
রাহুর ভয়ে, বন-হৃদয়ে,
খসিয়াছে শশী রে!—
কিম্বা ভ্রমে রতিপতি,
কাঁদাতে বিরহী, এ কাননে!

কেদারা।

মহা। ফুটেছে কমল ফুল এ কমল কাননে।
মৃণাল কোমল বাহু ঝাঁপিয়ে লো বদনে।
শিখরি-শিখর'পরি,
যেন মত্ত মদনারি,
নীরবে সাধেন যোগ সমুদিত নয়নে।

সুর। অথবা বিদায় লয়ে,
নবীনা নব প্রণয়ে,
ভাবিছেন মনে মনে হৃদয়েরি রতনে।

সকলে। দেখিয়ে ও রূপরাশি সুচঞ্চল নয়নে।
কে বলিবে পরিমল নাহি বন-প্রসূনে ?

মহা। তাই ত ? তাপসকুমারের মধ্যেও এমন সুন্দর পুরুষ আছে ?

সুর। তাপসকুমার বল্লেই যেন একটা কেমন অসভ্যের মতন বোধ হয়।

সাবি। তা নয়, সখি! বিধাতার কারুকার্য্যের মহিমা বোঝা যায় না। (সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত)

সুর। দেখেছ একমনে কি ভাবছেন ?

মহা। ভাবছেন, আমি যদি তাপস না হ'য়ে কোন রাজকুমার হোতেন্—তা হ'লে হয় ত কোন রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হ'ত।

সুর। কিন্তু সখি! রাজকন্যা হ'লেই যে রাজপুত্র বিবাহ কর্ত্তে হবে, তারই বা ঠিক্ কি ?

সাবি। বিধাতা রাজপুত্রকেও যে ভাবে সৃষ্টি কোরেছেন, ঋষিকুমারকেও সেই ভাবে সৃষ্টি করেছেন।

সত্য। (স্বগত) একি ! বনদেবীর আগমন না কি ?

মহা। আমি একবার গিয়ে পরিচয় দিয়ে আসি।

সাবি। উচিত—নতুবা তাপসকুমারের অমর্য্যাদা করা হয়।

মহা। (অগ্রসর হইয়া) প্রণাম।

(সত্যবানের বেদী হইতে অবতরণ)

সত্য। জয়োস্তু। আপনাদের অপরিচিতের ন্যায় বোধ হচ্চে।

মহা। আজ্ঞে হাঁ—আমার সখী সাবিত্রী জয়ন্তীর অধিপতি অশ্বপাল রাজার কন্যা, বন-ভ্রমণে এসেছেন।

সত্য। (স্বগত) রাজকুমারি! বামনের চন্দ্রস্পর্শ!—না না, চিন্তা দূর হোক্।

মহা। দেব! তবে আমাদের বিদায় দিন্।

সত্য। (শূন্যহৃদয়ে) বিদায় ? কেন ?

মহা। সন্ধ্যা হোয়ে এল।

সত্য। অতিথি-সৎকার তাপসদিগের প্রধান ধর্ম্ম, তা ত আপ্নি জানেন।

মহা। আজ্ঞে তা জানি। আচ্ছা, তবে একবার রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিগে। (আগমন)

সত্য। (স্বগত) অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী !

মহা। বলি, সখীর যে আর পলক পড়ে না—

[সখীত্রয়]

পিলু—খ্যামটা।

মরি কি মনোহর হেরি নয়নে।
বিকশিত শশী শোভে গগনে ॥
সরসী সলিলে, নব নব দলে,
কুমুদিনী ভাসে সুখমনে ;—
পাবে হৃদয় মাঝে প্রাণধনে ॥

মহা। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আতিথ্য স্বীকার কর্ব্বো কি ?

সুর। ওঁকে জিজ্ঞাসা করাও যা, না করাও তা ; ওঁতে কি আর উঁনি আছেন ?

আঁধার ঘরের কালো মাণিক জ্বলে উঠেছে।
ঘরের ভিতর শ্বেত শতদল পদ্ম ফুটেছে ॥

বন। বলগে আজ্‌কে আমরা আতিথ্য স্বীকার কোর্ত্তে পারি না।

মহা। তাই বলিগে সখি ?

সাবি। যা তোমাদের ইচ্ছা।

মহা। [অগ্রসর হইয়া] দেব ! আজ আমাদের মার্জ্জনা কোর্ত্তে হবে।

সত্য। আচ্ছা। [স্বগত] যদিও ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

মহা। [আসিয়া] রাজকুমারি ! তবে চল।

স্থর। যাওয়া কঠিন।

সরল প্রেমের বিষম ফাঁস,

প্রেমিক-জীবন করয়ে নাশ।

মহা। সখি ! আর কেন ? যাওয়া যাক্ চল।

[সখীত্রয়]

বারোঁয়া—খ্যামটা।

চল লো সখি কনক-ভবনে।

সুখ নাহি তপোবনে।

রতি-রঞ্জন,

সহ সঙ্গি-গণ,

দহে সুবদনে ॥

[সত্যবান্ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

সত্য। সুবর্ণ-পিঞ্জর ভেঙ্গে গেল ! সঙ্গে সঙ্গে সুখ-বিহঙ্গ উড়ে গেল ! অল্পক্ষণের মধ্যে মানসের কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন। সেই কানন—সেই সলিলে কমল—আর আমিও সেই সত্যবান্ সরসী-তটে দণ্ডায়মান ;—কিন্তু মানসের কি অবস্থা ? পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পেয়েছে, মনের ভাব পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। প্রথম চিন্তা, তার পর আশা ; (ভ্রমণ) একি ? সুন্দরীর সুন্দর পদ-চিহ্ন যে ? সত্যবানের হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবি ! আমি কি আশা কোচ্চি ?

হতাশ হৃদয়ে বিরহ বাতাস।
তাপস-হৃদয় করয়ে বিনাশ॥

কানেড়া—ঝাঁপতাল।

কেন রে মন দুরাশয়ে আশা কর বিফলে।
দুঃখে সুখে কখন কি সমভাবে মিলে॥
চন্দ্র কি কভু স্বরগ ছাড়ি,
মরত-ভূমে করত বাস,
রতি কি কভু কামে ছাড়ি,
অপর সনে মন টালে॥

একি? আমি না তাপস? আমার চিরব্রত যোগসাধন কি সামান্য রমণী-মোহে মুগ্ধ হ'ল? কুসুমায়ুধের কি হিতাহিত জ্ঞান নাই? যোগীর শুষ্ক-হৃদয় কি তাঁর ফুল-বাণের লক্ষ্য স্থল; উঃ——

নিশায় নিমেষ মাত্র ভানুর উদয়ে।
কাঁদিল কমল-কলি বিষাদ হৃদয়ে॥

আমি জানি না যে,এই অনন্ত জগৎরাজ্যে এমন একটী প্রাণী আছে কি না, যার হৃদয়ে কখন না কখন প্রণয়ের সমুদিত বীজ রোপিত হয়েছে? প্রণয়! তোমার কুহক অনন্ত, অসীম, তুমি কখন মনুষ্যকে উন্মত্ত কর, কখন বা বাহ্যজ্ঞান শূন্য করে শুদ্ধ তোমার ভাবেই মত্ত করে রাখ। আমি এখন উন্মত্ত; আমার বিকার-শূন্য ব্রত ভঙ্গ হ'য়েছে, যোগসাধন প্রণয়-বহ্নিতে দগ্ধ হচ্চে, এইবার

ভস্ম হ'য়ে যাবে। সাবিত্রী বনকুসুম নয়, রাজোদ্যান-সঞ্জাত প্রস্ফুটিত গোলাপ। আমার কিছুমাত্র আশা আছে? আশা নাই। বনের তাপসের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ আশা, বধিরের পক্ষে বীণাধ্বনি শ্রবণের আশা অপেক্ষাও অসম্ভব। হায়! কেন আমি রাজপ্রাসাদবাসী হই নাই? আশা অসম্ভব—অসংলগ্ন—অসার। (চিন্তা)

(অলক্ষিত ভাবে অপ্সরোদ্বয়ের প্রবেশ ও গীত।)

ঝিঁঝিট—খ্যামটা।

চারু আঁখি নত করি কি ভাব তাপসবর।
মদন-কুসুম শরে করে সবে জর জর ॥
কৈলাস-কানন মাঝে,
শান্তি শোভে নানা সাজে,
হরিবে হরেরি হৃদে কাম হানে ফুল-শর ॥

[অলক্ষিত ভাবে প্রস্থান]

সত্য। [চকিত হইয়া] একি? কল্পনাশক্তির নবীন দৃশ্য নাকি,—না স্বপ্ন? এখন সকলি স্বপ্ন! স্মৃতি নষ্ট হোক্—অতীত ঘটনা মানস-পট হ'তে চিরকালের জন্য বিনষ্ট হোক্।—না, তা হবে না; যে স্মৃতি একবার হৃদয়-মধ্যে বদ্ধমূল হোয়েছে, সে স্মৃতির বিনাশ সহজে হবার নয়। কামের প্রচণ্ড প্রতাপ শত সহস্র মার্ত্তণ্ড-তাপ হতেও ক্লেশকর—আহা-হা সাবিত্রী কি মনোহর!

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

প্রাণের প্রতিমা খানি প্রেমের পুতুল।
ভাবনা-সাগরে সে যে ভরসারি কূল।
সে চারুহাসিনী তরে,
প্রাণ কাঁদে রে কাতরে,
নলিনীর নয়ন নীর ঝরে অবিরল;—
উঠিল দুঃখ-তরঙ্গ,
কাঁপিল সভয়ে অঙ্গ,
বাজিল যাতনা যন্ত্র করিল আকুল।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

(কানন-পার্শ্বস্থ উপত্যকা।)

বিষাদিত মনে সত্যবান্ আসীন।

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

প্রণয়ে প্রমাদ ঘটায়। (হায় হায়)
ভাবনা বিষের বাতি হৃদয় জ্বালায়।
নয়ন নবীনা হেরে,
পড়িল রূপ-সাগরে,
ভাসিল আশারি স্রোতে, ভরসা বাঁচায়। (ও তায়)
উঠি হতাশ বাতাস,
ছিঁড়ি সব আশা-পাশ;
নিরাশ-সাগরে সুখ-তরণী ডুবায়॥

অবিরাম গতি তটিনী-স্রোত রুদ্ধ করা কি মনুষ্যের সাধ্য? আমি অনায়াসে অনন্তশয্যায় শয়ন কোরে অনন্তাকাশের ধূমরাশির সঙ্গে মিলিত হোতে পারি, কিন্তু,এ জীবনে সে হেমাঙ্গীর প্রণয়াশা পরিত্যাগ কোর্ত্তে পারি না। সেই নিবিড় চিকুরদাম, সেই চঞ্চল অলকাবলি,সেই ইন্দীবর-বিনিন্দিত বিশাল অক্ষি আমার অন্তরের অস্থিমজ্জায় লেপিত রোয়েছে; এ প্রাণ থাক্‌তে

সেই প্রকৃতাঙ্গীকে বিস্মৃত হোতে পারিব না। কিন্তু কি হবে? সে কি আমার হবে? এই দরিদ্র তাপসকুমারের জন্য কি সে মোহিনী মূর্ত্তি পৃথিবীতলে অবতরণ কোরেছে? সেই নিবিড় নিতম্বিনী কি পর্ণকুটীরে অজিনাসনে উপবেশন করবার উপযুক্তা? না না, অমূল্য স্ফটিক বিনির্ম্মিত আবাসই তাঁর বাসস্থল, রত্নোজ্জ্বল শ্বেত সিংহাসনই তাঁর আধার। তবে কি হবে? আমার ত সে সকল কিছুই নাই; হায়, হায়, আর যে সহ্য হয় না। বিধাতঃ! আমায় একেবারে কেন নৈরাশ্য-সাগরে নিক্ষেপ কল্লেন? একটু মাত্র আশা দিন্—আমার হৃদয়কে কিছুক্ষণের জন্য সুস্থ হ'তে দিন্। না—না--এ হৃদয় আর সুস্থ হবে না! হবে না! হবে না! তবে এ জীবন-ধারণে ফল কি? এরূপ স্তরে স্তরে দগ্ধ হ'বার অপেক্ষা একেবারে ভস্মরাশি হওয়াই ভাল। হায়, হায়! (অগ্রসর হইয়া অত্যুচ্চ শৃঙ্গে উত্থান) এই স্থান হোতে আমার ন্যায় কত অভাগা চিরকালের জন্য দুঃখ হোতে নিষ্কৃতি পেয়েছে; তবে আমি আর কেন বিলম্ব করি?—তারকারাজি! আমার কষ্টের শেষ নয়-নাশ্রু তোমাদের নিকট রেখে গেলাম, যদি কখন কোন অভাগা আমার ন্যায় এই স্থানে জীবন বিসর্জ্জন দিতে আসে, তারে ঐ অশ্রুবিন্দু দেখিয়ে ব'ল, যেন আর কেহ কখন প্রণয়-বহ্নির পতঙ্গ না হয়! আর সহ্য হয় না! নৈশ সমীরণ! আরও প্রবলতর বেগে বহমান হও; যাও, যাও, যেখানে আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা তাঁদের একমাত্র সম্বল বিহনে রোদন কোচ্ছেন, সেইখানে যাও,

তাঁদের সান্ত্বনা করগে ;—যাও, সেইখানে যাও, যেথানে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণপালঙ্কে সুখে নিদ্রিতা ; তাঁর কানে কানে এই কথা বলগে, তাঁর প্রণয়াশায় পতিত হয়ে, একজন অভাগার নাম পৃথিবী হতে চির-কালের জন্য বিলুপ্ত হ'ল। পিতঃ! মাতঃ! ওহ্হো, আর্ না—জীবন! বহির্গত হও;—আত্মা, পরমাত্মায় মিলিত হও—

(পতনোপক্রম—যোগব্রতের বেগে প্রবেশ ও ধারণ)

হাম্বির।

যোগ। কি কর কি কর সখা, এ মানস কেন ?
সামান্য প্রণয়-তরে ত্যজিছ জীবন !

সত্য। ছিছি সখা, কি করিলে,
কেন আমারে ধরিলে,
অসার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন।
কার তরে বল আর রাখি এ জীবন ?

যোগ। সংসার মায়ার পাশ—
ছিন্ন করি একেবারে।
ডুবাবে জীবন-তরি, পরকাল-পারাবারে ?

সত্য। প্রণয় পাগল আমি—আমার সে নয়—
পাগল জীবন হোক জীবনে বিলয় ;
প্রবোধ দিও না আর,
পাব না যে আর তারে ॥

বেহাগ।

যোগ। তুঙ্গ শৃঙ্গ ছাড়ি চল ওই তরুতলে।

সত্য। না সখা! পশিব আমি তরঙ্গিণী তলে।

যোগ। ছাড়িব না প্রাণসখা আসিতেই হইবে,

যার তরে কাঁদিতেছ, সেই ধনে পাইবে।

(নিম্নে তরুতলে আগমন)

সত্য। না সখা! পাব না তায়,

দেহ বিদায় আমায়;

মিশাইব এ শরীর অচল অচলে॥

বেহাগ।

যোগ। তাপস-হৃদয়-যোগ-সলিল-বর্ষণে,

নিবাও গো, প্রজ্বলিত প্রণয়-ইন্ধনে।

সত্য। হৃদয়ের স্তরে স্তরে,

যে অনল দগ্ধ করে,

নিভে কিগো সে অনল সলিল সিঞ্চনে?

সে ধন কনক লতা—

বনফুল আমি;

সখা, বল দেখি তুমি—

মিলিতে পারে কি কভু কুসুমে কাঞ্চনে॥

(পর্ব্বতের শিরে অপ্সরশ্চতুষ্টয়ের প্রবেশ)

১ম অপ্সরা।—(ফুলহস্তে)

মাঝ—ঠুংরি।

প্রণয়-কাননে করিতে ভ্রমণ।
হেরিনু প্রণয়-প্রসূন-রতন,
সোহাগে অমনি করিনু চয়ন,
"প্রণয় অঙ্কুর" ইহারি নাম।

২য় অপ্সরা।—(ফুলছড়ি হস্তে)

প্রণয় প্রশাখা প্রসূনে গ্রথিত,
নব কিসলয়ে কোরেছে শোভিত,
প্রণয়ি-মানস করিয়ে মোহিত,
"প্রণয় প্রসাদ" ইহারি নাম।

৩য় অপ্সরা।—(পুষ্প-ব্যজনহস্তে)

শিরীষ কুসুমে গ্রথিত ব্যজন,
প্রণয়-ব্যথিত কাতর যখন,
সুমন্দ ব্যজনে, শান্তয়ে তখন,
"প্রণয়-শান্তক" ইহারি নাম।

৪র্থ অপ্সরা।—(ফুলহার)

প্রেমফুলে গাঁথা এ হার রতন,
প্রণয় যুগলে করিলে বন্ধন,
না হয় প্রণয়ে বিচ্ছেদ কখন,
"প্রণয়- কুশল" ইহারি নাম।

সকলে। দেখ দেখ দেখ সখি ! দেখ তরুতলে
প্রণয়ের প্রতিমূর্ত্তি বসিয়ে বিরলে ॥

সত্যবান্। প্রণয় সুধার চিত্র চিত্রিত বাহিরে।
নিরাশ কালাগ্নি সদা জ্বলিছে অন্তরে।

অপ্সরা। আশাবারি ছিটাইব,
ও নিরাশা নিবাইব ;
মিশাইব একাধারে প্রণয়ী দোঁহারে ॥

সত্যবান্। কেন বৃথা আশা দিয়ে,
দ্বিগুণ জ্বালাও হিয়ে,
সে ত গো পা'বার নয় পা'বনা তাহারে।

অপ্সরা। অনুকূল দেবকুল তাপস তোমারে।
পাইবে হৃদয়ে তুমি হৃদয় আধারে।

(বিমান হইতে পুষ্প বৃষ্টি)

(সত্যবান্ ও যোগব্রত)

বেহাগ—ঠুংরি।

জয় সুরপুরেশ্বর, প্রিয় পুরন্দর,
তাপস-মনোহর দানবারি।
জয় শচীরমণ, সহস্র লোচন,
ত্রিলোক বন্দন বজ্রধারী।
জয় ব্যোম-বিচারী নন্দন-বিহারী,
বিশ্ব চরাচর মনোহারী।

হরষে বরষ নাথ, নিরাশ হৃদয়ে মম,
নব প্রেমময় আশা-বারি।

১ম ও ২য় অপ্সরা।

দেখ সখি! বিমানেতে সুরবালাগণে,
করে মঙ্গলধ্বনি।

৩য় ও ৪র্থ অপ্সরা।

আমরাও সই, নাচিব গাহিব
লয়ে সুখ নিশীথিনী।

(অবরোহণান্তর নৃত্য-গীত)

মূলতানী—দাদড়া।

হেরিব নয়নে সুখে প্রণয় মিলন।
প্রণয় মিলন সখি মানস-মোহন॥
দেখিব রতির সাথে, বিহরি বিমান-পথে
কত গুণ ধরে শরে মকর-কেতন।
যাইব উধাও হ'য়ে, যথায় মাধব-প্রিয়ে,
আনিব আমোদ ভরে কৌস্তুভ রতন।
পশিয়ে সরসী-জলে, কমল কোরক তুলে
কামিনী কোমল-করে করিব অর্পণ।
প্রণয়-সাগরে গিয়ে, তরঙ্গে মালা গাঁথিয়ে,
প্রণয়ে যুগল কর করিব বন্ধন।

পট-ক্ষেপণ।

তৃতীয়াঙ্ক

(রাজবাটীর উদ্যান মধ্যস্থিত সরোবর-পার্শ্ব)

তাপসী-বেশে সাবিত্রী উপবিষ্টা।

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরি।

হায় হায় রে একি দায়।
সতত দহিছে কেন পোড়া প্রাণ হায়॥
কুসুমিত উপবন,
বিষাদিত কি কারণ,
কেন বা মধুপগণ কাঁদিয়ে বেড়ায়—
হায় রে! মোহিত আমি মদন মায়ায়॥

সন্তান-স্নেহ ত সকলেরই হৃদয়ে আছে? তবে বাবা কেন অমত কল্লেন? সত্যবান্ তাপসকুমার এই কারণেই তাতে অমত। রাজকন্যা কি রাজপুত্রেরই জন্য সৃষ্ট হয়? মনে মনে নবীন তাপসকে পতিত্বে বরণ করেছি, তাপসীরও বেশ ধরেছি। এ প্রণয়-বেগ ত কেউ ফেরাতে পার্‌বে না।

দৈববাণী।

খাম্বাজ।

নাচিল নরেশ-বালা নাচিল প্রণয়।
নাচিল তাহার সনে কোমল হৃদয়॥

কি হবে? বাবার অন্তর কি কিছুতেই কোমল হবে না? সম্মতি কি দেবেন না? আমি তাঁর একমাত্র কন্যা, সেই কন্যা দুঃখিনীবেশে তাঁর কাছে দাঁড়ালে কি উপেক্ষা কোর্‌বেন? তাঁকে কোন কথা বল্‌তে লজ্জা করে। কেন? কৌমারে ত লজ্জার অধিকার নাই; তাঁর চরণ ধরে মিনতি করে বল্‌বো, তাতেও কি সম্মতি দিবেন না?

দৈববাণী।

সাহানা।

"আবার কুসুমায়ুধ মধুহাসি হাসিল।
আবার রমণী-হৃদে ফুল-শর বাজিল॥"

অবশ্য সম্মত হ'বেন!! তাপসের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে তাপসীর ন্যায় ভ্রমণ কর্‌বো—নির্ঝরিণীর ঝর ঝর শব্দে কর্ণ সুশীতল হ'বে—বনসহচরী তাপসবালাদের কোমল অন্তঃকরণে স্থান পা'ব। বিপিনের বিনোদকুঞ্জ আমাদের বিলাসগৃহ হ'বে। নিশায় শান্তিকানন শান্তভাবে পরিণত হ'বে—আবার প্রভাতে সুমধুর কোকিলকূজনে হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন হ'বে। অ্যাঁ—সকলি মিথ্যা—কল্পনাবশে কত কি দেখছি কিন্তু কিছুই সত্য নয়—ওহ!! কেমন করে সত্যবানের বনসহচরী হব? (অধোমুখে চিন্তা)

(সখীত্রয়ের প্রবেশ ও গীত)

কালেংড়া—দাদড়া।

চল চল লো সখি ফুলচয়নে।
সাজাব সাধে সখী-রতনে॥

মোহন ফুলহারে, বেঁধে দিব কবরী,
বাসনা হেরিব হাসি চাঁদবদনে ॥

মহাশ্বেতা। ওই যে লো বোসে আছেন?

সুরবালা। নবীন বয়সে নবীন আশায়।
নরেশ-নন্দিনী জ্বলিছে জ্বালায় ॥

বনলতা। সেই তপোবনে যা'বার দিন এক ভাব, আর আজ এই এক রকম ভাব।

মহা। তখন সরলার বদনে কৌমারজ্যোতিঃ শোভা পেত, কিন্তু এখন?

সুর। এখন? প্রণয় প্রমাদ চিহ্ন ওই দেখা যায়
আকুল বিরহি-মন প্রণয়-জ্বালায় ॥

বন। ঠিক্ বোলেছ ভাই—নবীন প্রণয়ে অনেক প্রমাদ।

সুর। প্রমোদ প্রেমিকে প্রণয়ে নাচায়।
কভু বা নিরাশ-নীরেতে ভাসায় ॥

মহা। সুরবালা! গোটাকতক্ ফুল তোল্‌না, ভাই!

সুর। ফুলে আর কি হবে বল?—শিশিরে কি আর সাগরের খেদ মেটে।

বন। কতক্‌টা মনের সুখ হয় বটে।

সুর। মনের সুখ—রাজকুমারীর মনের সুখ এখন সেই শান্তি-কাননে সত্যবানের কাছে কাছে বেড়াচ্চে।

মহা। নাম পর্য্যন্ত জেনেচিস্ যে?

সুর। সুরবালা যে—সাবিত্রীর এক অংশ।

বন। তাই জন্যে বুঝি এত চেষ্টা কোচ্চিন্ যাতে সত্যবানে আর সাবিত্রীতে বিবাহ হয়।

সুর। তা বই কি—নইলে ভাগ পাই কই।

মহা। চল্ না ভাই, আমরা ফুল তুলে নিয়ে যাই।

সুর। সেই ভাল, চল।

(পুষ্প চয়ন করিতে করিতে নৃত্য ও গীত)

বেহাগ—ঠুংরি।

এস স্বজনীলো করি কুসুম চয়ন।
কুসুম-বরণে সখি মোহিবে নয়ন;
সুধাময় পরিমলে তুষিবে লো মন।
চঞ্চল অঞ্চল পাতি,
তুলি ফুল নানা জাতি,
গোলাপ, মল্লিকা, জাতী, কামিনী দোলন।
চল সখি চল চল,
প্রাণসখী পাশে চল,
পাতিগে শ্যামল দলে কুসুম-শয়ন॥

সুর। সখি! একি বেশ? আহা বেশ হয়েছে—তবে আর কি মহাশ্বেতা বাসর সাজাগে যা——

মহা। কেন লো হোয়েছে কি?

সুর। প্রেম-প্রতিমা তাপসী হয়েছেন।

বন। তাপস কোথা লো?

সুর। তাপসীর হৃদয়ে।

মহা। আমি জান্তম্ বনে।

সুর। সখীর হৃদয় এখন বনের চেয়ে আর কি হ'তে পারে!

বন। তবে বনের ভেতর প্রণয় বাঁধা।

সুর। আমরা কজনে পোড়ে বেঁধে দিয়েছি, (সাবিত্রীকে) না সখি?

সাবি। হ্যাঁ তা বটে—কিন্তু খুলে যেতে পারে ত?

সুর। সুরবালা এমন বাঁধন বাঁধে না যে খুলে যাবে।

সাবি। তবে কি বাবার মত হোয়েছে?

সুর। তত দূর যেতে পারি নি।

সাবি। তবে নিরাশা। (অধোবদন)

মহা। সখি! কি হয়েছে, আমরা কি শুন্তে পাই না?

সুর। সুরবালা সব জানে।

মহা। সুরবালা যা জানে আমরাও ত তা জানি।

সুর। তা আর জান্তে হয় না।

মহা। তবে বল না ভাই?

সুর। আমি বোল্‌বো না—জিজ্ঞাসা কর না কেন?

মহা। সখি!—বল না ভাই।—

সুর। উনি বল্‌বেন—আর কি? সে দিন তপোবন্ দেখ্‌তে গেছ্‌লেন্ জানত?

মহা। বুঝিছি—

সাবি। কি বুঝেছ ভাই?

মহা। সত্যবান্।

সাবি। ঝুমঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

স্বজনী লো হেরে।
মন দহে সদা বিষম কুসুম-শরে।
তাপস-নয়ন চারু, লইয়াছে মন হরি,
কেমনে ধৈরয ধরি—
প্রেমবশে আঁখি-বারি সতত ঝরে।।

বন। তাইতেই বুঝি তাপসী সেজেছ?

সাবি। মনে কল্লুম্ এতে মনের কিছু তৃপ্তি হবে; কিন্তু তাও হ'লো না।

মহা। মা এসব কথা জান্‌তে পেরেছেন।

সাবি। বাবাও জান্‌তে পেরেছেন—সুরবালার কাছে মা এই সব কথা শুনে বাবার কাছে বল্লেন—তাঁতে তাঁর মত হয়েছিল—

মহা। তারপর?

সুর। তারপর "নিরাশ সলিলে,
নীরবে পতন।"

বন। যথার্থ বল না, তারপর কি হলো?

সুর। সুরবালাত আর সাবিত্রী নয়?

বন। না হয় আজকের জন্য হ'না।

সুর। তা হ'লে ভাবনার ভাগ্ খানিক্‌টে নিবি?

সাবি। তারপর—নারদ আসাতে—বাবা তাঁকে সব জিজ্ঞাসা কল্লেন্—তাতে তিনি যে কথা বল্লেন্—ওহ্ নিরাশা—

৬৪৭ ১/৫০

বন। কেঁদ না সখি—কেঁদ না— উপায় হবেই হবে।

সাবি। ভাই, উপায় নেই—নারদ বোল্লেন্—বিবাহের দিন থেকে এক বৎসর পরে—তাঁর মৃত্যু হবে—ওহ্!—আশা নাই—

সুর। সখি! তুমি এক কাজ কর ভাই—আবার হিমগৃহে গিয়ে মদনের পূজা কর।

সাবি। না সখি—আর কিছুতেই বাবার মত ফির্‌বে না—আমি অভাগিনী—ওহ্ বিধাতঃ!—এই কি তোমার কোমল হস্তের কঠোর লিপি? সাবিত্রী তোমার চরণে কোন্ অপরাধে অপরাধিনী—কেন অভাগিনীকে এতকষ্ট দিচ্ছ? ওহ্ নিরাশা— কিছুতেই পাব না ওহ্! (ক্রন্দন)

(সখীত্রয়)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

নব নলিন নয়ন-নীর নিবার লো।
বপু-বিনোদ বিপিনে বিচর লো॥
বনফুল হার, দাও উপহার,
মনোমোহন মদনে আবার লো॥

সাবি। সখি, এটি তোমাদের ভ্রম—পাবার আশা নাই যে।

মহা। সত্যবান্ ব্যতীত আর কি পৃথিবীতে সুন্দর পুরুষ নাই—কত রাজপুত্র রয়েছে—স্বয়ম্বর ঘোষণা কোরে দিলে কত সুন্দর রাজা, রাজপুত্র আস্‌বে, তাদের ছেড়ে সত্যবান্‌কে বিবাহ কত্তে ইচ্ছা হবে না।

সাবি। আমার চক্ষে সত্যবান্‌ই সুন্দর—

মহা। সে সামান্য বনবাসি যতী—তপস্বী বই ত নয়? তা'কে বিবাহ কোল্লে চিরকাল দুঃখভোগে যাবে।

সাবি। তবে কি সামান্য ধন-আশে আমি কুলটা হব? সখি, প্রাণ থাক্‌তে তা ত হবে না—সত্যবান্‌কে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ কোরেছি—হয় সত্যবানের বনসহচরী হব, না হয় জীবন পরিত্যাগ কর্ব্বো।

মহা। ছিছি, ও কথা ব'ল না—মার কেবল তুমিই এক মাত্র ধন—যা হ'ক্‌—ও আশা ত্যাগ কর—চিরবৈধব্য-যন্ত্রণা যে কি ভয়ানক তা ত তুমি জান না—তাই অত ব্যাকুল হ'চ্চো।

সাবি। সখি, বোঝাতে চেষ্টা ক'র না—আমি স্থিরসংকল্প হয়েছি।

(নারদের প্রবেশ ও গীত।)

নটনারায়ণ—ঝাঁপতাল।

রাসরত ভকত-ভয়হারী।
মোহিত মন মর্ত্ত্যচারী॥
প্রেম নিরত, সত্যব্রত,
হরীশ নরেশ্বর—
রাধাধর আধারী॥

সকলে। আসুন, প্রণাম।

নার। মনস্কামনা সুসিদ্ধ হোক্—তোমরা যে এখানে রয়েছ?

সুর। আপনি ত সকলই জানেন্—এই দেখুন না তাপসীবেশ।

সাবি। (জনান্তিকে) ও কি লো?

সুর। আর লুকালে কি হবে বল?

নার। আমি বড় একটী সুসন্দেশ এনেছি—আমার যদি একটী কর্ম্ম কোর্ত্তে পার তা হ'লে বলি।

সুর। বলুন্।

নার। একটী তুলসী বৃক্ষ রক্ষা ক'র্ত্তে হবে।

সুর। এই কর্ম্ম—অনায়াসে—

নার। তবে সুসংবাদ শোন—সাবিত্রীর পিতা—সত্যবান্-সাবিত্রীর বিবাহে সম্মত হয়েছেন।

মহা। এ রকম সুসংবাদ আপনার কাছেই আশা করা যায়।

নার। তবে চোল্লেম্—কথাটী মনে থাকে যেন!

সুর। যে আজ্ঞা, প্রণাম।

[নারদের আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান]

সুর। সখি, তবে আর কি?

সাবি। আমার ত বিশ্বাস হয় না।

মহা। দেবর্ষির কথায় বিশ্বাস হয় না?

সুর। প্রণয়ি-প্রণয়-আশা, কোন কালে
মেটে না।
থেকে থেকে ভাব ফেরে, সুভাব ত
ভাবে না॥

বন। সখি! সবই স্থির হোয়েছে ; আর ভেব না।

স্থর। আর কেন ভাব—

মনের মতন নাগর পেয়ে হরিষেতে ভাস লো।

আবার মধুর অধর-পাশে মধু হাসি হাস লো॥

(সাবিত্রীর চতুর্দ্দিকে সখীগণের গীত।)

সিন্ধুখাম্বাজ—খামটা।

সখি, হাস হাস চারু-বদনে।

পাইবে তব প্রাণ ধনে॥

কোমল কপোলে আর,

ফেল না নয়নাসার,

দুঃখনিশা মিশাইবে, সুখ তপনে॥

পটক্ষেপণ।

চতুর্থাঙ্ক।

—*∽*—

(রাজবাটীর একগৃহ—বাসর)

(চতুর্দ্দিক্ পুষ্পমালায় সজ্জিত—সত্যবান্ ও সাবিত্রী উপবিষ্টা ও সখীদিগের নৃত্য ও গীত।)

সাহানা—পটতাল।

হেরে যুগল-রূপ মন মোহিল
সুখসরে শতদল ফুটিল ॥
নবীনা বিনোদিনী,
ফুল্ল সরোজিনী,
পতিপাশে মধু হাসি হাসিল ॥

(সকলের উপবেশন।)

সুর। চারু মুখের মধুর হাসি।
আমি বড় ভাল বাসি ॥

একবার হাস না ভাই ?

বন। কত হাসি হাস্‌বে বল্—তোর কাছে কিছুতেই পার্‌বার জো নেই—না ভাই, তুমি আর হেসো না।

মহা। হ্যাঁ—একটু কাঁদ।

সুর। কাঁদ্‌বে কেন্ লো—

প্রেমের আশে ঘেঁসে ঘেঁসে,
আস্‌চে ভ্রমর ওই।
অমল জলে, হেলে দুলে,
নাচ্চে কমল সই॥

মাইরি ভাই, তোমার জন্যে আমাদের সই কত দেবতার পূজা কোরেছে তার ঠিক্ নাই। সখি! মনে আছে কি তাপসী বেশ?

সাবি। মরণ তোমার। (জনান্তিকে)

সুর। আমার মরণ বৈ কি—এখন ত আর কোল থেকে কেউ বর টেনে নিতে পারবে না—তখন কত খোসামোদ মনে নেই কি?

বন। আর চকের জলে যে একটা নদী হয়েছে।

মহা। এখন কি আর সে সব মনে আছে—এখন

মনোমত নাগরের কোলে।
দোল্ দোলাদোল্ প্রণয় দোলে॥

সুর। তখন যে বোলেছিলে সখি! এ প্রাণ রাখ্‌বো না।

সত্য। ইচ্ছা কোল্লে এখনও ত বোল্‌তে পারেন্?

সুর। বালাই—তা হোলে তোমার দশা কি হবে ভাই।

বন। আচ্ছা ভাই, তোমাদের তপোবন কেমন?

সত্য। আপ্‌নারা ত দেখে এসেছেন।

বন। তাতে আর তপোবন দেখা হ'লো কই—তোমাকে দেখেই আসা গেল।

সত্য। আচ্ছা, আপনারা সে দিন আতিথ্য স্বীকার কোল্লেন না কেন? অধীনের কি কিছু অপরাধ হয়েছিল?

সুর। এই যে নাগর কথা কইতে জানেন্—আমি ভেবেছিলুম্ তুমি ভাই যে জঙ্গুলে সেই জঙ্গুলেই আছ।

সত্য। জঙ্গুলে না হ'লে ঘুরে ঘুরে এ জঙ্গলে এসে প'ড়ব কেন?

সুর। পূর্ব্বজন্মে কত তপস্যা করেছিলে তাই এস্থান দেখ্‌তে পেয়েছ।

সত্য। আমি আগে দেখ্‌তে পাই নি ভাই—তোমাদের সখী এখন দিব্য চক্ষু দান করেছেন তাই দেখ্‌তে পাচ্চি।

সুর। ও সখি, এত দূর হয়েছে?

বন। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি ভাই—

মহা। তোমরা পূর্ব্বজন্মে, ভাই বোন্ ছিলে ভাই—নইলে এত ভাব!

সত্য। তোমাদের আর কিছু বল্‌বার আছে ভাই?

সুর। তোমায় কি বল্‌বো ভাই—তুমি পরের ধন—এখনি পর আমাদের মাথা নেবে।

সাবি। সখি! এর মধ্যেই কি পর হলুম?

সুব। বালাই, তোমায় বল্‌বো কেন? এঁর ধর্ম্ম-ভগ্নীদের বল্‌চি—তা ভাই সে যা হ'ক, আর ঝগ্‌ড়ায় কাজ নেই—আমাদের ঠাকুরজামাইকে দুট একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—হ্যাঁ ভাই, তোমাদের তপোবন কেমন?

সত্য। শান্তিপূর্ণ—

সুর। আচ্ছা, ভাই, সখীকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের গাছে উঠাতে শেখাবে ?

মহা। শেখাবেন বৈ কি, নৈলে মিল্‌বে কেন ?

সত্য। তোমাদের সখীকে গাছে উঠাব ?

সুর। না না, কাঁদে করে নে বেড়াবে।

সত্য। যথার্থও তাই—

বন। ওলো, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

মহা। সুরবালা ! অত কাছে যাস্‌নি—কি জানি ভাই চোর্‌কে বিশ্বাস কি ?

সুর। চোর কি আর কাঁসা পেতল চুরি করে—মণি মুক্তই নেয়।

সত্য। সময়ে কাঁসা পেতলও নেয়।

সুর। কিন্তু তুমি যে ভাই তপস্বী।

মহা। ওলো সখীকে হাতে হাতে সঁপে দে—নইলে পার্‌ পাবি না।

সুর। ঠিক বলেছিস্‌—মালা দে ত।

(মাল্য লইয়া উভয়ের হস্তবন্ধন ও সকলের গীত।)

পিলু বারোঁয়া—খাম্‌টা।

মোহন গুণমণি রতন-হারে।
বাঁধ বন্ধনে প্রেমাধারে ॥
নবীন জীবনে, নব নলিনে,
দিনু তুলিয়ে তব করে—

রেখো সযতনে, এ সতী রতনে,
সাজায়ে বনে বনহারে ॥

সত্য। তোমরা ভাই আমায় বেস্ শিক্ষা দিলে।

সুর। কি করি ভাই—বনের মানুষকে না শিখিয়ে দিলে সে কি ক'রে জানৃতে পার্‌বে বল।

সত্য। ইনি কি মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন নাকি?

সুর। তোমার ধন তুমিই জিজ্ঞাসা কর না, ভাই?

সত্য। আমার সাহস হয় না।

মহা। তবে আর আমাদের কি ক'রে হবে বল?

সত্য। আপনাদের যে প্রণয়।

সুর। আমাদের প্রণয় আর তোমার প্রণয় ঢের ভিন্ন।

সত্য। প্রণয়ের আবার রূপান্তর আছে নাকি?

মহা। রূপান্তর আছে বৈ কি—প্রেমের সঙ্গে প্রণয়ের মিলন হলেই রূপান্তর হয়।

(নেপথ্যে বামাস্বরে) ওলো সুরবালা! তোরা একবার এ দিকে আয় না, ভাই।

সুর। যাচ্চি লো—চল্ ভাই, আমরা যাই।

মহা। হ্যাঁ চল্—চল্লুম ভাই।

বন। মনের সুখে আমোদ কর, শত্তুরেরা চ'ল্লো।

সুর। প্রেম সাগরে, মনের সাধে,
দাও হে সাঁতার।

অমল জলের, নবীন বাঁধে,
প'ড় না আবার ॥

[সখীত্রয়ের প্রস্থান]

সত্য। (সাবিত্রীর অধর ধারণ করিয়া)

আশা—ঠুংরি।

পোহাবে না শশিমুখী এ সুখ নিশি।
নীল গগনে নিবারিবে তামসী,
অরুণে নিন্দিবে হাসি,—
তব প্রসাদে, নব প্রেমরত,
বিহরিবে উল্লাসে ভাসি।
চাঁদ-বদনে মৃদু মধুর হাসি,
নাশিবে অসুখ রাশি—
তব নয়ন, নব নিরমল,
সুকোমল কুঞ্চিত হাসি ॥

প্রিয়ে! সেই এক দিন আর এই এক দিন—মনে আছে কি নবীন তাপসকে অন্ধকারে ফেলে পালিয়ে এসেছিলে?

সাবি। শুধু ফেলে আসিনি—এসে আপনিও পড়েছিলাম।

সত্য। এটি তোমার মনগড়া কথা।

সাবি। তা ত আর সুরবালা বল্‌তে বাকি রাখেনি।

সত্য। তোমার সখীদের সকলকে আশ্রমে নিয়ে যাব। বেস্ কজনে আমোদ আহ্লাদে থাক্‌বে।

সাবি। সুরবালা আমাকে বড় ভালবাসে।

সত্য। সুরবালা বড় রসিকা।

সাবি। কিন্তু সরলা বালিকা।

সত্য। তোমারি সখী ত বটে। সাবিত্রি!—এই বয়সে অনেক স্ত্রীলোক দেখেছি—কিন্তু, তোমার মতন সুন্দরী একটীও আমার নয়নগোচর হয়নি—বিধাতার অদ্ভুত নির্ম্মাণ কৌশল! যে হস্তে অত্যন্ত কুরূপা কুমারীর সৃষ্টি কোরেছেন, আবার সেই হস্তেই তোমার মতন সুন্দরীকে সৃষ্টি কোরেছেন—যথার্থ বোল্‌চি, এই সুন্দর মুখশ্রী সময়ে সময়ে স্বর্গীয় বোধ হয়।

সখীত্রয়ের প্রবেশ।

সুর। আবার ভাই আমরা এসেছি।

বন। এখন ভাই তোমার রাজ্য, তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে কল্লে তাড়াতে পার, রাখ্‌তে ইচ্ছে কল্লে রাখ্‌তে পার।

সত্য। সে কি? আপনাদের তাড়িয়ে দেব—আমি যার আপনাদের জন্য কত কষ্ট পাচ্ছিলাম।

সুর। কষ্ট পাচ্ছিলে বৈ কি? তবে সুখে রাজত্ব কচ্ছেল কে?

বন। বুঝি আর কেউ? জিজ্ঞাসা কর না সখীকে?

সুর। সখি, আর একজন এসেছিল নাকি?

সত্য। সখীর ওপর আপনাদের যে এত রাগ?

সুর। ওলো বনলতা! এই বার গায়ে লেগেছে—হ্যাঁ ভাই, তুমি এইবার কোমর বাঁধ—তা না হলে আমাদের তাড়াতে পার্ব্বে না।

মহা। ওলো সুরবালা! দেখ্ দেখ্, ঠাকুরজামায়ের মুখটী শুকিয়ে গেছে—অসময়ে আমরা এসে আমোদের বিঘ্ন হোয়ে বসেছি।

বন। ওঁর মনে হচ্চে—যদি একবার ওঁর তপোবনে আমাদের পান—তা হোলে এর শোধ নিয়ে তবে ছেড়ে দেন্।

সত্য। এখনি কি পারি না?

সুর। পার্‌বে না কেন, ভাই?—তোমারই সব।

মহা। তুমি ভাই আমাদের মনাকাশের শশধর, আর সখী আমাদের সুধাময়ী—কি বল, সখি?

সাবি। অনেক সুধার মাঝখানে আছি—তাইতেই সুধাময়ী।

(সখীত্রয়ের গীত।)

খাম্বাজ—ঠুংরি।

গগনে ঘন মাঝে উদিত শশধর।
ঘুচিল বিরহ-জ্বালা, ভাসিল সুখে চকোর
হাসিল তরুণী বালা,
নাচিল মধুরাধর॥

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

(কানন—কুঠার হস্তে সত্যবান্ ও
পশ্চাতে সাবিত্রী।)

সত্যবান্—

আশয়ারি—ঝাঁপতাল।

ভাব মানব মায়াময় অবিনাশী।
আঁধার হৃদয় মাঝে পাইবে দেখিতে
তপ-তেজোরাশি।
গগনে তারকারাজি গাইছে তাঁহারে,—
গাইছে শশী সুধা বরষি।
সলিলে সরোজ সদা মহিমা প্রচারে,
সুখে গায় বিহগ ভোগ-অভিলাষী ;—
ডাক রে নাথে, বিমল প্রভাতে,
সরল সন্তোষে ভাসি।

সত্য। বনদেবি! কুসুম-বলয়ে আর কনক কঙ্কণে কত বিভিন্ন, তা কেবল তোমাতেই প্রকাশ পাচ্চে। তোমাকে রাজবাটীতে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতাও দেখেছি, আবার এখন আশ্রমবাসিনী সরলারূপেও দেখচি—কিন্তু সে বেশের অপেক্ষা এ বেশ অধিক সুন্দর দেখাচ্চে।

সাবি। তার আর একটী কারণ আছে।

সত্য। কি কারণ?

সাবি। বনপাদপের কাছেই বনমালতী শোভা পায়।

সত্য। আবার মাধবীলতার আলিঙ্গনে সহকার তরুরও শোভা হয়!

সাবি। আর অধিক দূরে যাবার প্রয়োজন কি, এই খানেই কাষ্ঠ সঞ্চয় করুন্ না?

সত্য। হাঁ, এই যে একটী চন্দন তরু—তবে এই খানে তুমি বিশ্রাম কর, আমি কাষ্ঠ-সঞ্চয় করি।

সাবি। আপনি তবে উঠুন। (উপবেশন)

(সত্যবানের বৃক্ষে উত্থান ও কাষ্ঠ কর্ত্তন।)

সাবি। (স্বগত) আজ্‌কে বৎসরের শেষ দিবস—সমস্ত দিন গেল, কোন দুর্ঘটনা হয় নি—তবে বোধ করি, বাবা আমার সঙ্গে চাতুরী করেছিলেন—

সত্য। উঃ—বনদেবি!—প্রাণ যায়—বড়—উঃ—

সাবি। (ত্রস্তে উঠিয়া) কি হয়েছে, নাথ?—

সত্য। বড়—শিরঃপীড়া—আর স্থির থাক্তে পারি না—আমায় ধর—[পতন ও সাবিত্রী কর্ত্তৃক ক্রোড়ে ধারণ]

সাবি। কি হয়েছে নাথ?

সত্য। [মৃদুস্বরে] ওঃ—ভয়ঙ্কর—শিরঃপীড়া, আমি বৃক্ষের উপর রয়েছি—একটা যেন ভীষণ মূর্ত্তি আমায় ব'ল্লে—"সত্যবান্, তোর অন্তকাল উপস্থিত" ওহো—ওই সে—ওই সে।

সাবি। ভ্রম হ'য়ে থাক্‌বে—এখন কি করি—কে আমার সাহায্য করে—

সত্য। [অর্দ্ধ উত্থিতের ন্যায় হইয়া] যাব না—যাব না—ছেড়ে দে, যাব না রে—

সাবি। কি ব'ল্‌ছেন নাথ?

সত্য। কালদূত—পিশাচ—কি হবে—কি হবে?

সাবি। অ্যাঁ, তবে কি যথার্থই কাল পূর্ণ হ'ল—জীবিতনাথ—প্রাণেশ্বর—সত্যবান্—হৃদয়নাথ—কথা কও, আর একবার কথা কও—

সত্য। সাবিত্রী—প্রিয়তমে—যাই যে—ওহ! আর রক্ষা নাই—সা—বি—ত্রি—ই—ই! [মৃত্যু]

দৈববাণী।

ভীষণ কালের চক্র, ক্রমে ক্রমে ঘূরিল।
নিমেষে নিমেষ শূন্য, কাল-চক্রে বহিল।

সাবি। অ্যাঁ—নাই—জীবনসর্ব্বস্ব!—দুঃখিনীর ধন। দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করে চল্লে—প্রাণেশ্বর! আমার যে আর কেউ নাই? ওঠ—কাঙ্গালিনীর দিকে একবার ফিরে চাও—হৃদয়ের ধন—হৃদয়ে এস—ওহ! হৃদয় যে ফেটে যায়? ওহ! ভালবাসার পুরস্কার কি এই নাথ?

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কাঁদে কাননে।
ফুরাল কি জীবলীলা কঠোর কাল-শাসনে।

কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার,
কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে।
উঠ নাথ! কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে॥

নেপথ্যে। চল্ চল্—দেরি করিস্ কেন?

সাবি। কে আসে? কালদূত! এ দেহ—এ জীবন—কথনই নিয়ে যেতে দেব না—যদি পৃথিবীতে সতী নারীর ক্ষমতা থাকে, যদি সতীত্বের গৌরব থাকে, তবে আজ কালদূতকে স্পর্শ কর্ত্তেও দেব না—

রুদ্রমূর্ত্তি কালদূতদ্বয়ের প্রবেশ।

১ দূত। চল্ না এগিয়ে যাই—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

২ দূত। তুই যা দিকিন্—বল্‌তে সকলে পারে; এগোনা দেখি—বাপ্‌রে যে আগুন—

১ দূত। তাইতো ভাই এগোনো যায় না তো—প্রভু যে দফা নিকেশ কোর্ব্বে।

২ দূত। শুধু প্রভু নয়—যে চিত্তিরগুপ্ত আছেন, শালা যেন যমের ঠাকুরদাদা—এই যে—

১ দূত। কি রে?

২ দূত। আগুন—আগুন—আর্ কি?

১ দূত। এখন কি কর্‌বি?—চুপ্ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত চল্‌বে না—একবার জিজ্ঞেস্ কোরে দ্যাখ্ না।

২ দূত। তুই কর্ না—বাপ্ রে যে চোক, যেন আগুন বেরুচ্চে।

দূত। আচ্ছা দাঁড়া, আমিই জিজ্ঞেস্ কোচ্চি—[একটু অগ্রে আসিয়া] মা!—আপনি একটু সোরে যান—আমাদের কাজ আমরা করি।

সাবি। আর অগ্রসর হস্‌নে,—যা তোর প্রভুকে বল্‌গে আমি এ দেহ ছেড়ে দেব না।

১ দূত। মা! আপ্‌নি বৃথা আয়াস ক'চ্চেন—ছেড়ে দিন্ না—আমরা নিয়ে চলে যাই।

সাবি। কখনই দেব না—এ প্রাণ থাক্‌তে দেব না; যাও বল্‌চি।

দূতদ্বয়। বাপ্ রে—খেয়ে ফেল্‌বে—। (পলায়ন)

সাবি। সমস্ত জীবন এইখানেই শেষ কর্‌বো—কিন্তু জীবন থাক্‌তে এ দেহ ছেড়ে দেব না—হৃদয়েশ্বর! হৃদয়ে এস। (হৃদয়ে ধারণ)

(কালের প্রবেশ।)

কাল। অবশ্য শাসিত হবে, কালের শাসনে।
বৃথা এ আয়াস তব সুচারু-বদনে—!

সাবি। আলেয়া—জলদ্ তেতালা।

এসো না শমন আর লইতে অধিনী-ধনে।
হৃদয়ে রাখিব সদা হৃদয়েরি রতনে॥
কাল নিশি নীলাম্বরে,
ঘিরেছে তাপসবরে,

অভাগিনী অন্তহারে, ত্যজ অন্তকাল—
শোক-নীর উপহার দিতেছি তব চরণে ॥

কাল। (স্বগত) ওঃ—সতীত্ব অগ্নি প্রজ্বলিত! কি ভয়ঙ্কর! সতীত্ব অনলে কালকেও ভীত হ'তে হয়—পৃথিবীর প্রারম্ভ হ'তে এপর্য্যন্ত এ ব্রতে ব্রতী আছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর বিপদে কখন পতিত হইনি। (প্রকাশ্যে) সতি! কালের হস্তে সকল্‌কেই আস্‌তে হবে; কেহ বা অগ্রে, কেহ বা পশ্চাতে, তা সত্যবানের দেহ পরিত্যাগ কর, ওর জীবন-বায়ু লয়ে যাই।

সাবি। মহাকাল!—আমি আপনার চরণে ধ'রে মিনতি করি, এ ভীষণ কথা আমায় বল্‌বেন্ না; সত্যবান্ আমার জীবনের একমাত্র উপায়—আমি একে পরিত্যাগ করে চির-বৈধব্য সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্বো না।

কাল। সাবিত্রি!—তুমি সতী রমণী—কিন্তু বৈধব্য পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত পাপের প্রতিফল—যাই হ'ক্ আমি আর বিলম্ব ক'র্ত্তে পারি না।

সাবি। এ মিনতি রক্ষা ক'র্ত্তে হবে। আর যদি নিতান্তই না করেন, তবে আমায় শুদ্ধ লয়ে চলুন।

কাল। বিধাতার নিয়মভঙ্গ-দোষে দোষী হ'তে পারি না। সতি!—তুমি দুঃখ ক'র না, পৃথিবীর নিয়মই এই; সুখ দুঃখই পৃথিবীর অলঙ্কার। এ না থাক্‌লে পৃথিবী যে কোন্ কালে লয় প্রাপ্ত হ'তেন তার নিশ্চয় নাই। যাই হ'ক. সত্যবানের পুনর্জ্জীবনের চেষ্টা ক'র না—

তা হবে না—যদি অন্য কিছু মানস থাকে প্রকাশ কর—সুসিদ্ধ হবে।

সাবি। ওহ—আপনি কঠিন, যদি নিতান্তই আমায় চির জীবনের জন্য পতিপ্রেম-বিচ্যুত কল্লেন, তবে একটা বর দিন্, যেন আমার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী পুনরায় চক্ষু প্রাপ্ত হন।

কাল। নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হবেন—একটু অন্তর হও—।

সাবি। ওহ!—জীবিতেশ্বর! এই শেষ—(অন্তরে গমন)

(কালের সুবর্ণকৌটায় সত্যবানের প্রাণবায়ু গ্রহণ।)

কাল। যাও, স্বস্থানে যাও।

(কালের গমন ও পশ্চাতে সাবিত্রীর ক্রন্দন করিতে করিতে গমন। কিছু অগ্রসর হইবার পর, সম্মুখে দৃশ্য অন্তরিত হওন ও নিবিড় অন্ধকারময় দৃশ্য দর্শন।)

কাল। (ফিরিয়া) একি সাবিত্রি! তুমি কেন বৃথা আমার পশ্চাতে আস্‌চ্?

সাবি। শূন্য-হৃদয়ে আর ফিরে যেতে পারি না।

কাল। আচ্ছা, সত্যবানের জীবন ভিন্ন যদি কিছু মানস থাকে বল।

সাবি। আমার শ্বশুর রাজ্যহীন হয়েছেন তিনি যেন পুনরায় রাজ্য পান।

কাল। আচ্ছা, তাই হবে—এখন সচ্ছন্দে যাও।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর ও দৃশ্যপট অন্তর্হিত হওন
এবং গভীর অন্ধকার-যুক্ত কানন।)

কাল। (ফিরিয়া) এখনও রয়েছ—সাবিত্রি! কেন বৃথা আমার সঙ্গে আসচ্, যাও ফিরে যাও।

সাবি। অনাথা আর কোথায় যাবে—কে আছে—শূন্য-গৃহে ফিরে যে যেতে পারি না।

কাল। ওঃ—আমারও হৃদয় দ্রবীভূত হ'ল—আচ্ছা, তুমি কি প্রার্থনা কর?

সাবি। সত্যবানের জীবন ব্যতীত আর কি প্রার্থনা ক'র্ত্তে পারি?

কাল। সেটি আমার সাধ্যাতীত—যাও ফিরে যাও।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর ও দৃশ্যপট অন্তর্হিত হওন—
ভয়ঙ্কর নীলালোক—নীল ধূম্ররাশি,
তন্মধ্যে নরক।)

সাবি। (দেখিয়া ভয়কুণ্ঠিত স্বরে) একি ভয়ানক স্থান!

কাল। (ফিরিয়া) এখনও পশ্চাতে আছ—সাধ্বি! এই নরক। তোমার পতির পূর্ব্বজন্মের কথঞ্চিৎ পাপের জন্য এই নরক দর্শনে এনেছি—এখন যাও, সাধ্বি! ফিরে যাও।

সাবি। কাল! আমার সাধ্যাতীত।

কাল। তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হ'য়েছি, সত্যবানের জীবন ব্যতীত যা প্রার্থনা করবে তাই পাবে।

সাবি। যে আজ্ঞে, এই বর দিন যেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে একশত পুত্র হয়।

কাল। তাই হবে—যাও।

কিঞ্চিৎ গমন ও দৃশ্যপট অন্তর্হিত হওন ও স্বর্গীয়ালোক বেষ্টিত স্বর্গদ্বার; দ্বারে মিশ্রকেশী ও পূর্ণকেশীর সত্যবানের আত্মাকে আহ্বান।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এস হে সতী-জীবন ভুবন-মোহন।
স্বরগ-সুখ-আশে শচীশ-সদন।
চন্দন ফুলবনে,
সহ সুলোচনে,
মন্দার-মোহন-মালা, কর গলে ধারণ।

কাল। (ফিরিয়া) একি—এত দূর এসেছ?

সাবি। আপনি আমায় কি বর দিয়েছেন মনে ক'রে দেখুন দেখি—এখন সত্যবানের জীবন দান করুন্।

কাল। ওঃ—সাধ্বি! যথেষ্ট সুখী হলেম—বিধাতার নিয়মের অতিক্রম হলেও আমি তোমায় সত্যবানের জীবন দান কল্লেম—এই নাও ধর—(সুবর্ণ কৌটা দান) সাধ্বি! তোমার এ যশঃ চিরকাল ত্রিলোকতলে ঘোষিত হবে—আজ অবধি জানলেম যে, সতী স্ত্রীদের অসাধ্য কিছুই নাই—এখন অবধি সতীদিগের আদর্শস্থল তুমিই হ'লে; মহাকাল আজ তোমার কাছে পরাজিত হ'ল—

জয় সতী স্ত্রীর জয়—ত্রিভুবন এই নাদে নাদিত হ'ক্—
পর্ব্বত-কন্দর হতে এর গম্ভীর প্রতিধ্বনি বহির্গত হ'ক্—
জগৎ জানুক্ যে, সতী স্ত্রীর অসাধ্য কর্ম্ম জগতে কিছুই
নাই, জয় সতী সাধ্বীর জয়!

মহাকালের প্রস্থান—অপ্সরোদ্বয় সাবিত্রীর দুই
পার্শ্বে আসিয়া গান করিতে করিতে রঙ্গ-
ভূমির পুরোভাগে আসিতে লাগিল।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয় ও
পূর্ব্বোল্লিখিত দৃশ্যপটগুলি
একে একে স্ব স্ব স্থানে
আসিতে লাগিল।
শেষে সেই কানন
দেখা গেল।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চল গো চল গো কানন ভিতরে সতি!
পুন পাবে হৃদয় মাঝারে সতী-জীবন-পতি।
সুযশঃ সৌরভ
সদা বহিবে,
পবন প্রেমিক-জন-হৃদয়ে—
গাইবে তোমার গুণনিচয়, অমর মানব যতী।

(সত্যবানের জীবন-দান ও সত্যবানের চেতনা)

সত্য। একি ভয়ঙ্কর নিদ্রা—বনদেবি! আমায় জাগাতে

নেই, ? আমি কত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম্ তা আর কি ব'ল্‌বো।

সাবি। যা দেখছিলেন সমুদায়ই সত্য ঘটনা।

সত্য। অ্যাঁ বল কি প্রিয়ে!—তবেত আজ তুমিই আমার প্রাণ রক্ষা ক'ল্লে—ওঃ—জগতে এমন গুণবতী স্ত্রী যার আছে সেই সুখী।

(গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ।)

বেহাগ—চৌতাল।

কংসারি মুরারি হরি বিহারী গিরিধারক।
কিশোরী প্রণয়-শশী গোপী-হৃদয়-হারক।
কালীয়ে রমণ বাঁশরি বাজিলে,
যমুনা উজান বহে রে—
কোকিল-কূজিত-কানন-বাসিনী-কামিনী-
জীবন-নাশক।
বিরস-রসিক-নীরস রসনা,
তোমার স্মরণে রসে হে—
জয় জয় রাধানাথ মধুর বংশী-বাদক!

নার। এই যে—সাবিত্রীর সতীত্ব-বলে সত্যবান্ প্রাণ পেয়েছে—তবে যাই, ওর সখীদের সান্ত্বনা করিগে। না—আর যেতে হবে না—এই যে তারা এল।

(সখীত্রয়ের প্রবেশ।)

সখীত্রয়। কৈ, সখী কই?

নারদ। এই নাও—সত্যবান্ পুনর্জ্জীবিত হোয়েছেন। সত্যবান্—এমন সতী সাধ্বী স্ত্রী-রত্নে তুমি ভূষিত। এই নাও—আজ আবার সাবিত্রীকে তোমার হস্তে দিলাম, চিরকাল সুখভোগ কর। (হস্তে হস্ত প্রদান।)

(সখীত্রয় ও অপ্সরার নৃত্য ও গীত।)

ভৈরবী—খাম্‌টা।

আজি সুন্দর সলিলে নব নলিনী।
পুন হাসিল রে মনোমোহিনী।

সকলে। সরলা সতীত্ব
অনল জ্বলিল ;
দেবতা মানব
মানস মোহিল।

লয়ে সুকুমারীরে, হাসি মধু অধরে,
রবে দিবস যামিনী।

সকলে। সরলা সতীত্ব
অনল জ্বলিল ;
দেবতা মানব
মানস মোহিল।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।